দৈনিক খবর

07 JUN 1991

তারিখ ... 07 JUN 1991

পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

22

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ঠিকমত লেখাপড়া না করতে পারে- তাহলে সেই ক্ষতি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, দেশেরও। অথচ দেশের প্রায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এই পরিবেশ ব্যাহত হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে যেটা প্রধান তাহলো ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধির প্রবণতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরেই আমরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ লক্ষ্য করছি। গত কয়েক বছরে অসংখ্যবার ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং হতাহতও হয়েছে অনেক ছাত্র। গত ডিসেম্বর মাসে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী এবং একটি দুঃখজনক ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। প্রায় ৪ মাস বন্ধ থাকার পর গত এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উর্ধ্বতন মহলের পরামর্শে শেষ মুহূর্তে খোলার তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়। গত মাসে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। কিন্তু খবরে প্রকাশ, প্রায় ৫/৬ মাস বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও তার পরিবেশ এখনও অশান্ত। লেখাপড়া হচ্ছে না। এক সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে নাকি অচলাবস্থা চলছে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, কিছুদিন আগে ইসলামী ছাত্র শিবির উপাচার্য এবং সিন্ডিকেট সদস্যদের ৭ ঘন্টা প্রশাসনিক ভবনে অবরোধ করে রাখে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আবাসিক হলসমূহের অধিকাংশে ছাত্রই নাকি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে।

এদিকে দৈনিক সংবাদ-এর এক খবরে জানানো হয়েছে যে, গত মঙ্গলবার হরতাল পালন শেষে ইসলামী ছাত্র শিবির বলে দিয়েছে যে, তাদের দাবীসমূহ মেনে নিয়ে আগামী ৬ই জুনের মধ্যে পদত্যাগ না করলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনকে সপরিবারে হত্যা করা হবে। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে তখন ৬ই জুন হবে অতিক্রান্ত। আমরা জানি না ততক্ষণে সন্ত্রাসের কালো হাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে আরো ক্ষত-বিক্ষত করবে কিনা। তবে অনুমিত হয়, এই প্রবল উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে হিংসাত্মক অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। এবং সেই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে হয়তো আরেক দফা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার ঘোষণা দিতে হতে পারে।

এই যদি হয় একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশের কথা কিভাবে আশা করা যায়? এই অবস্থায় ছাত্র ও শিক্ষকদের নিরাপত্তাই বা আমরা কি করে আশা করতে পারি? দৈনিক খবরের এক রিপোর্ট সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, গত সাড়ে ৫ মাসের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি সাড়ে ৫ সপ্তাহও লেখাপড়া হয়নি। চলতি মাসে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের বেশ কিছু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে এসব পরীক্ষা আদৌ হতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। বলা বাহুল্য, দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়েও কম-বেশী একই অবস্থা বিদ্যমান। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন প্রায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন আর লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। সন্ত্রাসের মুখে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যে ঠিকমত ক্লাস হয় না। এর ফলে লেখাপড়া পিছিয়ে যায়। পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। সৃষ্টি হয় সেশন জটের। এই সেশন জটের ফলশ্রুতিতে তিন বছরের কোর্স শেষ করতে ৫/৬ বছর বা ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশী সময় লেগে যায়। ২ বছরের কোর্স শেষ করতে সময় নেয় ৪/৫ বছর। এতে ছাত্র আর অভিভাবকরাই যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয়, সেই ক্ষতির ভাগ সমগ্র জাতিকেও বহন করতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে অনেক ছাত্রের চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের সময়োচিত সেবা থেকে। অন্যদিকে গরীব অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে গিয়ে গভীর সংকটে পড়ছেন। ছেলে-মেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্নেও তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কেননা অনেক অভিভাবককেই এই সন্ত্রাসের কারণে সন্তান হারানোর বেদনা ভোগ করতে হয়েছে। প্রতিটি অভিভাবক তথা বিবেকবান মানুষ মাত্রেই এই অবস্থার অবসান কামনা করেন। তারা চান তাদের ছেলে-মেয়েরা সুষ্ঠু পরিবেশে লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে যথাসময়ে বেরিয়ে আসুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জাতীয় আশা-আকাংখার প্রতীক। কেননা তারাই একদিন দেশের নেতৃত্ব দেবে। জাতির এই আশা-আকাংখা পূরণের জন্যে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে সার্থক করে তোলা। লেখাপড়া তথা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই তারা এই সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে। সেজন্যেই দরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রেখে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা আশা করবো, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন এ ব্যাপারে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করবে- যাতে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসতে পারে।